মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২০ (খসড়া)

ভূমিকা:

বাংলাদেশের নদী, হাওড়, বাওড়, বিল,খাল, পুকুর মাছের প্রধান উৎস।ইহাদের মধ্যে নদী, হাওড়, বাওড়, বিল, মাছের প্রাকৃতিক উৎস। অপরদিকে খালে-পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন করা হয়। ক্রমাগতভাবে প্রাকৃতিক উৎস হইতে মাছ আহরণের ফলে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। এই প্রেক্ষিতে চাষের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন ও উহার বৃদ্ধি জরুরী হইয়া পড়ে। চাষযোগ্য মাছের জাত বহুমূখীতার পাশাপাশি এই সব মাছের পোনা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রয়োজন হয়। সময়ের চাহিদা পূরণ করিতে সরকারি খামারে মাছের বীজ যথা, রেণু ও পোনা উৎপাদনের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে রেণু ও পোনা উৎপাদন শুরু হয়। সরকারি এবং বেসরকারি উৎপাদনকারীগণ হইতে রেণু লইয়া নার্সারিতে বড় করিয়া বা সরাসরি পোনা লইয়া বিক্রয় শুরু করিয়া এবং ক্রমে বাজার গড়িয়া উঠে। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে মাছের উৎপাদন ক্রমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুনগত মানসম্পন্ন মাছের পোনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে মাছের কৌলিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিবার প্রবণতা রোধ করিবার প্রয়োজন হয় । বেসরকারি পর্যায়ে পোনা ও রেণু উৎপাদন দেশের মাছের চাহিদাপূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতেছে। দেশের সর্বত্র বেসরকারি পর্যায়ে পোনা ও রেণু উৎপাদিত হয় না। যশোর, ময়মনসিংহ, লালমনিরহাট, বগুড়া এবং কুমিল্লা জেলা পোনা ও রেণু উৎপাদনে প্রধান ভুমিকা রাখিতেছে। এই অঞ্চলের হ্যাচারি মালিকগণ পোনা ও রেণু উৎপাদন করিয়া নিজ জেলাসহ সারা দেশের সকল জেলার বিভিন্ন জাতের চাষযোগ্য মাছের পোনা ও রেণুর চাহিদা পূরণ করিতেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে খামারিরা বা মাছ চাষিগণ বা পোনা বিক্রেতাগণ এই সকল বাজারে আসিয়া পোনা সংগ্রহ করিয়া থাকে। অসংগঠিতভাবে এই সকল বাজারে পোনার মান যাঁচাই করা এবং মান বজায় রাখিবার তেমন কোন ব্যবস্থাপনা নাই । দেশের এই সকল অসংগঠিতভাবে সৃষ্ট বাজারকে শৃংখলা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন করিবার প্রয়োজনে সরকার প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করিতেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায়, বাজার ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা রাখিতে পারিতেছেন না। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি টেকসই পর্যায়ে রাখিতে রোগমুক্ত, সঠিক জাতের এবং উপযুক্ত মানের মাছের পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে সুসংগঠিত পোনা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা অতি প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের আবশ্যকতা অনুভূত হয়।

মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রটি মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব মালিকানায় থাকিবে এবং উক্ত কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী বরাদ্দগ্রহীতাগণ এই নির্দেশিকা অনুসরণ করিবেন।

১. শিরোনাম:

এই নির্দেশিকা 'মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২০' নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা :

(১) **'ফি'** কেন্দ্র পরিচালনার জন্য বরাদ্দগ্রহীতা সদস্যদের নিকট হইতে পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে আদায়যোগ্য ফি।

(২) **'জেলা কমিটি '** অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৩ এর (১) উপানুচ্ছেদে বর্ণিত জেলা পোনা বিক্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও সিষ্টার্ন বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কমিটি।

(৩) **'পরিচালনা কমিটি'** অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৩ এর (২) উপানুচ্ছেদে বর্ণিত কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি।

(৪) **'পোনা'** অর্থ মাছের রেনুর পরবর্তী অবস্থা হইতে ১৫ সে:মি: পর্যন্ত ছোট মাছ।

(৫) **'পোনা বিক্রয় কেন্দ্র'** অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মালিকানাধীন, তৎ কর্তৃক স্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত পোনা বিক্রয়ের জন্য স্থাপনা।

(৬) **'ভাড়া'** অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ মোতাবেক বরাদ্দ গ্রহীতাদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য বার্ষিক ভাড়া।

(৭) **'বরাদ্দগ্রহীতা'** অর্থ যিনি এ নির্দেশিকা অনুসারে কেন্দ্রে সিস্টার্ন বরাদ্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৮) **'বরাদ্দপত্র'** পরিশিষ্ট "খ" মোতাবেক জেলা মৎস্য অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত বরাদ্দপত্র।

(৯) **'মহাপরিচালক'** অর্থ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর।

(১০) **'মাছ (Fish)'** অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি এবং কঠিন অস্থি বিশিষ্ট মাছ (Cartilaginous and Bony Fishes), স্বাদু ও লবনাক্ত পানির চিংড়ি (Prawn & Shrimp), উভচর জলজপ্রাণী, কচ্ছপ ও কাঁকড়াজাতীয় (Crustacean), শামুক বা ঝিনুকজাতীয় (Mollusc) জলজপ্রাণী, একাইনোডার্মস জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী, ব্যাঙ (Frogs) এবং উহাদের জীবনচক্রের যে কোন ধাপ এবং সরকার কর্তৃক প্রয়োজন বোধে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্যান্য কোন জলজপ্রাণী।

(১১) **'রেণু'** অর্থ ডিম হইতে ফুটিবার পর খাদ্য গ্রহন শুরু করবার পরবর্তী তিন হইতে পাঁচ দিন পর্যন্ত বয়সের পোনা।

(১২) **'সমিতি'** অর্থ পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে বরাদ্দগ্রহীতাদের রেজিস্টার্ড সমবায় সমিতি।

(১৩) **'সিস্টার্ন '** অর্থ কেন্দ্রে মাছের পোনা বিক্রয় করিবার জন্য বরাদ্দগ্রহীতাদের অনুকুলে বরাদ্দ প্রদানযোগ্য বা বরাদ্দকৃত স্থান।

৩। প্রয়োগক্ষেত্র:

এই নির্দেশিকা মৎস্য অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রসমুহে প্রযোজ্য হইবে। তবে, সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রধানত মাছের পোনা বিক্রয় করা হয় এমন বেসরকারি বা কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্থাপনা বা বাজারের জন্য এই নির্দেশিকার প্রয়োগক্ষেত্র বা প্রযোজ্যতা ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪। উদ্দেশ্য:

ক) মানসম্মত মাছের পোনা বিপণনে সুসংগঠিত বাজার স্থাপন।

খ) মাছের জাত বা কৌলিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ।

গ) মাছের আন্তঃপ্রজনন রোধকরণ।

ঘ) মানসম্পন্ন মাছের পোনা উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ে অংশীজনের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন।

ঙ) কেন্দ্র পরিচালনায় পোনা বিক্রেতাদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ।

চ) সংগঠন পরিচালনা ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

ছ) মাছ চাষী, খামারি, হ্যাচারি মালিক এবং পোনা বিক্রেতাদের পারস্পারিক সহযোগিতার সাধারণ মঞ্চ তৈরী।

৫। আইনগত ভিত্তি:

ক) THE PROTECTION AND CONSERVATION OF FISH ACT, 1950
খ) THE PROTECTION AND CONSERVATION OF FISH RULES, 1985
গ) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
ঘ) মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১;
ঙ) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;
চ) মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১;
ছ) বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২।
জ) সমবায় সমিতি আইন-২০০১
ঝ) জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮;

৬। পোনা বিক্রয় ইত্যাদি:

কেন্দ্রে মাছের পোনা ব্যতীত উহার ডিম, রেণু ,খাদ্য হিসাবে বিক্রয়যোগ্য কোন মাছ বা ব্রুডমাছ বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশে প্রদর্শন করা বা রাখা যাইবে না। ইহা ছাড়া আরো যাহা কিছু বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করা বা রাখা যাইবে না -

ক) বলবৎ কোন আইনে নিষিদ্ধ কোন মাছের পোনা।

খ) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোন অন্তঃপ্রজনন বা আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছের পোনা।

গ) রোগাক্রান্ত মাছের পোনা বা সরকার কর্তৃক রোগাক্রান্ত এলাকা হিসাবে ঘোষিত স্থান হইতে সংগৃহীত মাছের পোনা।

ঘ) মৎস্যখাদ্য বা উহার উপকরণ। তবে শর্ত এই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয় এইরূপ পরিমানের মৎস্যখাদ্য পোনা মাছের জন্য সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

ঙ) বলবৎ আইনে নিষিদ্ধ ঘোষিত গ্রোথ হরমোন বা রাসায়নিক পদার্থ।

চ) মাছের রোগের জীবাণু আছে বা রোগ সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ দূষিত পানি বা অন্য কোন জৈব বা অজৈব পদার্থ।

ছ) সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিষিদ্ধ যে কোন প্রজাতির মাছের পোনা।

৭। **কেন্দ্র পরিচালনার সাধারণ নীতি:**

(১) কেন্দ্রের ভূমি এবং নির্মিত অবকাঠামোর মালিকানা মৎস্য অধিদপ্তরের এবং স্থানীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা উহার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক হইবেন।

(২) স্থানীয় সিনিয়র উপজেলা বা উপজেলা মৎস্য অফিসার অধিদপ্তরের পক্ষে পরিদর্শক হইবেন।

(৩) কেন্দ্রের সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা উহার বরাদ্দ গ্রহীতা সদস্যদের অতঃপর এই উদ্দেশে গঠিত কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(৪) কেন্দ্রের পাবলিক ইউটিলিটি বিল যথা-পানি, বিদ্যুৎ,পয়নিস্কাশন বাবদ ব্যয় প্রত্যেক বরাদ্দ গ্রহীতা তার ব্যবহার অনুযায়ী পরিশোধের জন্য বাধ্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বরাদ্দ গ্রহীতার নামে পৃথক মিটার রাখিতে হইবে।

(৫) কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন কর এবং পৌরকর/ইউনিয়ন কর অধিদপ্তর বহন করিবে।

(৬) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা সিষ্টার্ন বা কেন্দ্রের অবকাঠামোর কোন পরিবর্তন করিতে পারিবে না এবং বরাদ্দকৃত জায়গার অধিক জায়গা দখল বা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৭) প্রত্যেক বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ নিজ সিস্টার্ণ পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্য সম্মত রাখার জন্য দায়ী থাকবে।

(৮) বরাদ্দপত্র বা সিস্টার্ণ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি হইতে ঋণ প্রাপ্তির জন্য জামানত হিসাবে প্রদান বা গ্রহনযোগ্য হইবে না।

৮। **বরাদ্দগ্রহীতা নির্বাচন:**

কেন্দ্রে সিষ্টার্ন বরাদ্দের আবেদনের অগ্রাধিকার নিম্নরুপভাবে বিবেচনা করিতে হইবে যথা-

ক) কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট বা উহার সংলগ্ন মাছের পোনা বিক্রয় বাজারের বর্তমান বিক্রেতাগণ বা উহার কোন পোনা বিক্রেতাগণের রেজিষ্টার্ড সমিতির সদস্যগণ।

খ) হ্যাচারি মালিক সংগঠনের সদস্যগণ।

গ) কোন আগ্রহী মৎস্যজীবী উদ্যোক্তা।

ঘ) আবেদকারীগণের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা থাকিলে কোন সমিতির মহিলা সদস্য অগ্রাধিকার পাইবেন।

কোন গ্রুপে সিস্টার্ন সংখ্যার তূলনায় বরাদ্দ গ্রহণের আবেদনকারীর সংখ্যা বেশী হইলে তূলনামূলকভাবে অধিক সময় ধরে পোনা বিক্রয়কারী অগ্রাধিকার পাবেন। তবে সে ক্ষেত্রেও নিস্পত্তি না হইলে কমিটি একই গ্রুপের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সিস্টার্ন বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

৯। কেন্দ্রে সিষ্টার্ন এর বরাদ্দ গ্রহণের আবেদন ইত্যাদি।

(১) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মৎস্য অফিসার কেন্দ্রে সিষ্টার্ন এর বরাদ্দের জন্য আবেদন আহবান করিয়া জেলার দুইটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।এ ছাড়াও বিজ্ঞপ্তির কপি কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে টাংগানোর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, জেলার সকল উপজেলা নির্বাহি অফিসার, সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার, স্থানীয় ইউনিয়ন বা পৌরসভা এবং মাছের রেণু ও পোনা বিক্রয়কারীদের সমিতি এবং হ্যাচারি মালিকদের সমিতির নিকট নোটিশের কপি প্রেরণ করিবেন। একই সাথে অধিদপ্তরের এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের ওয়েব সাইটে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

(২) আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহি অফিসারের অফিস এবং সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিস হইতে নির্ধারিত আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট 'ক' ফরম) সংগ্রহক্রমে নির্ধারিত অফেরতযোগ্য জামানত বাবদ অর্থের বিপরীতে কোন ব্যাংকের পে অর্ডার, আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, পোনা বিক্রেতা সমিতির সদস্য হইলে উক্ত সমিতির সভাপতি কর্তৃক সমিতিভুক্ত সদস্য হিসাবে প্রত্যায়নপত্র, মৎস্যজীবি উদ্যোক্তা হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য অফিসার বা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের প্রত্যায়নপত্র, হ্যাচারির মালিক হইলে হ্যাচারির মালিক সমিতির সভাপতির প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত উপজেলা নির্বাহি অফিসার এবং সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার এর অফিসে দাখিল করিবেন। তথ্যগত বা ডকুমেন্ট সংযুক্তিজনিত অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল হইবে।

(৩) একজন আবেদনকারী একটা মাত্র সিষ্টার্ন বরাদ্দের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তথ্য ও সংযুক্তি বিষয়ে প্রয়োজনে নিজে বা অধীনস্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত বা যাঁচাই করিতে পারিবেন।

(৫) আবেদনকারী কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট বা সংলগ্ন স্থানীয়ভাবে চলমান পোনা বাজারে বিগত নূন্যতম বিগত ৫ বছর যাবৎ পোনা বিক্রয় কাজে নিয়োজিত থাকিতে হইবে।

(৬) জেলা পোনা বিক্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও সিষ্টার্ন বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কমিটি আবেদনপত্র মূল্য নির্ধারন করিতে পারিবে।

১০। আবেদন অনুমোদন ও বরাদ্দপত্র প্রদান প্রক্রিয়া:

ক) সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার প্রাপ্ত আবেদনপত্র সংযুক্ত কাগজাদি বিষয়ে লিখিতভাবে জেলা মৎস্য অফিসারকে অবহিত করিবেন এবং জেলা পোনা বিক্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও সিষ্টার্ন বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কমিটি সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিবেন।

খ) কমিটি আবেদনগ্রহণের সর্বশেষ তারিখের অনূর্ধ ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিবে।

গ) জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবেদনকারীর অনুকূলে পরিশিষ্ট 'খ' মোতাবেক বরাদ্দপত্র প্রস্তুতক্রমে জারি করিবেন ও বরাদ্দপত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

ঘ) বরাদ্দগ্রহীতা বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে এক বৎসরের ভাড়া বাবদ অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধপূর্বক চালানের কপিসহ সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট চুক্তিনামা স্বাক্ষরের জন্য দাখিল করিবেন এবং উক্ত সময়ের মধ্যে চুক্তিনামা দাখিল সম্ভব না হইলে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করা যাইবে। তবে বার্ষিক ভাড়ার ১০% অতিরিক্তসহ অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে। বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে চুক্তিনামা দাখিল না করা হইলে বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হইবে।

ঙ) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা চুক্তিসম্পাদন করিয়া সিস্টার্নের দখল গ্রহন করিতে পারিবেন না। চুক্তিনামা সম্পদিত হইলে সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাদ্দ গ্রহীতাকে চুক্তিসম্পাদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে দখল বুঝাইয়া দিবেন।

চ) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা এই নির্দেশিকার কোন নির্দেশের ব্যত্যয় করিলে সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য অফিসার যাঁচাইক্রমে সত্যতা সাপেক্ষে তাহাকে সতর্ক করিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন।

ছ) এই নির্দেশিকার অধীন ২ (দুই) বার কোন বরাদ্দ গ্রহীতাকে সতর্ক করা হইলে বা বলবৎ আইন বা বিধিমালার বিধি লংঘনের জন্য পর পর দুই বার শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে জেলা কমিটি বরাদ্দপত্রসহ চুক্তি বাতিল করিবে।

জ) বরাদ্দপত্র হস্তান্তরযোগ্য নহে, তবে বরাদ্দগ্রহীতার মৃত্যুজনিত তাহার বৈধ ওয়ারিশ চাহিলে উক্ত সিস্টার্ন এর অনুকূলে নূতনভাবে বরাদ্দপত্রের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রেও নির্দেশমালা অনুচ্ছেদ ৮ মোতাবেক ওয়ারিশ আবেদনকারীকে যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। বরাদ্দ গ্রহীতার এইরূপ মৃত্যুর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বৈধ ওয়ারিশ আবেদন না করিলে সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য অফিসার উক্ত সিস্টার্নের দখল গ্রহন করিয়া জেলা মৎস্য অফিসারকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করিবেন।

ঝ) বরাদ্দগ্রহীতা বরাদ্দপ্রাপ্ত সিসটার্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ভাড়া বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। এইরূপ ভাড়া প্রদান বা হস্তান্তর করা হইলে বরাদ্দপত্র বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে।

ঞ) বরাদ্দপত্র বাতিল করা হইলে আবেদনকারী নিজ দায়িত্বে এবং নিজ খরচে অবিলম্বে সিস্টার্ন এর তাহার রক্ষিত মাছের পোনাসহ অন্যান্য যন্ত্রাদি অপসারণ করিবে এবং অন্যথায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাছের পোনাসহ অন্যান্য যন্ত্রাদি অপসারণক্রমে সিস্টার্ন এর দখল গ্রহণ করিবে।

ট) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন বরাদ্দগ্রহীতার বরাদ্দপত্রসহ চুক্তি বাতিল করা হইলে তিনি এই নির্দেশিকার অধীন আর আবেদন করিবার উপযুক্ত হইবেন না।

১১। জামানত, ভাড়া নির্ধারণ ইত্যাদি:

ক) সিসটার্ণ বরাদ্দের জন্য আবেদনপত্রের সাথে জামানত হিসাবে ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আদায়যোগ্য হইবে, যাহা বরাদ্দ প্রাপ্ত হইলে অফেরতযোগ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

খ) প্রতি বছর সিস্টার্ন প্রতি ভাড়া হইবে ৬ (ছয়) হাজার টাকা, যাহা চুক্তিনামা সম্পাদনের ৩(তিন) দিনের মধ্যে চালান যোগে জমা প্রদান করিতে হইবে।উক্ত সময়ের মধ্যে ভাড়ার অর্থ জমা প্রদান না করা হইলে বরাদ্দগ্রহীতা আগ্রহী নহেন মর্মে বরাদ্দ বাতিল হইবে।

গ) বরাদ্দ প্রাপ্তির পরের প্রতি বছরের ভাড়া চলমান বছর শেষ হইবার পূর্বে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিয়ো চালানের কপি উপজেলা মৎস্য অফিসে দাখিল করিতে হইবে।উক্ত সময়ের মধ্যে জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বছর শুরুর প্রথম ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ভাড়া এবং উহার ১০% অতিরিক্তসহ চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিয়া চালানের কপি উপজেলা মৎস্য অফিসে দাখিল করিতে পারিবে।

ঘ) যথাসময়ে ভাড়া পরিশোধ করা না হইলে বরাদ্দ বাতিল হইবে এবং অনুচ্ছেদ ৯ এর নির্দেশনা মোতাবক ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

ঙ) সরকার,সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা,জামানত ও ফি পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে।

চ) সরকারের নির্ধারিত আয়কর বা ভ্যাট বা অন্য কোন কর বা চার্জ প্রযোজ্য হইলে তাহা ফি এর সাথে আদায়যোগ্য হইবে।

১২। সিস্টার্ন ব্যবস্থাপনার জন্য বিবেচ্য কারিগরি বিষয়সমূহ :

(১) প্রতি বরাদ্দগ্রহীতা তাহার প্রতিদিনের পোনার স্টক বিষয়ে নিচে বর্ণিত ছকে একটি রেজিস্টার সংরক্ষন করিবে এবং সিনিয়র উপজেলা / উপজেলা মৎস্য অফিসার পরিদর্শনকালে স্টক রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা যাঁচাই করিবেন এবং প্রয়োজনে পোনার মান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন এবং তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

তারিখ	পোনা মাছের নাম	যে হ্যাচারি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা।	পোনা মাছের গড় আকার (সেমি) বা প্রতি ১০০ গ্রামে সংখ্যা	মোট স্টকের পরিমান (কেজি)	যাহার নিকট বিক্রয় করা হইল তাহার নাম ও মোবাইল নম্বর

(২) মহাপরিচালক মাছের পোনার মান ও সিস্টার্ণ এর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিবার বিষয়ে সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবেন এবং বরাদ্দ গ্রহীতা ও সিনিয়র উপজেলা /উপজেলা মৎস্য অফিসার বরাদ্দ গ্রহীতার সহায়তায় এবং পরিচালনা কমিটির সাথে সমন্বয় করিয়া সে নির্দেশমালা বাস্তবায়ন করিবেন।

১৩। কমিটিসমূহ

(১) জেলা পোনা বিক্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও সিষ্টার্ন বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কমিটি।

১	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা।	সভাপতি
২	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৩	মহাপরিচালক বিএফআরআই এর প্রতিনিধি (এসএসও এর নীচে নহে)	সদস্য
৪	ব্যবস্থাপক, জেলা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সংশ্লিষ্ট জেলা।	সদস্য

৫	জেলা সমবায় অফিসার, সংশ্লিষ্ট জেলা।	সদস্য
৬	রেজিস্টার্ড হ্যাচারি মালিক সমিতির সভাপতি মনোনীত একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
৭	জেলা মৎস অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন মৎস্যচাষি	সদস্য
৮	মাছের পোনা বিক্রয়কারীদের রেজিস্টার্ড সমিতির সভাপতি	সদস্য
৯	জেলা মৎস অফিসার কর্তৃক মনোনীত জেলার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি।	সদস্য
১০	জেলা মৎস্য অফিসার কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রে সিস্টার্ন বরাদ্দ গ্রহীতাদের একজন	সদস্য
১১	সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য অফিসার, কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট উপজেলা।	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (Co-opt)করিতে পারিবে।

কার্যপরিধি:

ক) সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত সিস্টার্ন বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদনপত্র যাচাই, সিস্টার্ন ভিত্তিক বরাদ্দ গ্রহীতার তালিকা প্রণয়ন এবং অনুমোদন।

খ) বরাদ্দ গ্রহীতার সাথে সম্পাদিতব্য চুক্তির শর্ত নির্ধারণ বা পুণঃনির্ধারণ;

গ) কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সুপারিশ এই নির্দেশিকা বা প্রচলিত আইন/বিধি বিধানের অধীন বিবেচনা ও নিষ্পন্ন করা।

ঘ) কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

ঙ) কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ফি এর হার অনুমোদন।

চ) এই নির্দেশিকা মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাতিল করা এবং পুণঃ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন।

(২) কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি

১	সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য অফিসার, কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট উপজেলা।	সভাপতি
২	উপজেলা সমবায় অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৩	বরাদ্দ গ্রহীতাদের রেজিস্টার্ড সমিতির সভাপতি	সদস্য
৪	জেলা মৎস্য অফিসার কর্তৃক মনোনীত দু'জন বরাদ্দগ্রহীতা	সদস্য

পরিচালনা কমিটি প্রতি দুইমাসে একবার সভা অনুষ্ঠিত করিবে।

কার্য পরিধি:

ক) মনোনীত বরাদ্দ গ্রহীতা সদস্যদের মধ্যে একজনকে কোষাধ্যক্ষ এবং একজনকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করিবে।

খ) কমিটি প্রতি দুই মাসে ন্যূনতম একবার সভায় মিলিত হইবে।

গ) কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ, শর্তাবলী নির্ধারণ এবং উহার বেতনাদি কমিটির তহবিল হইতে পরিশোধ।

ঘ) নিরাপত্তা বাতি সংযোজন বা প্রতিস্থাপন বা পানি বা বিদ্যুতের সরবরাহ লাইন সংযোজন বা মেরামত করা।

ঙ) কেন্দ্রে বলবৎ আইন, বিধি ও এই নির্দেশিকা বাস্তবায়নে জেলা কমিটিকে সহায়তা করিবে।

চ) মাছের পোনা ক্রেতাদের কোন অভিযোগ থাকিলে তা শোনা ও নিস্পত্তি করা।

ছ) অনলাইন ভিত্তিক দৈনন্দিন মজুদ পোনার তথ্য ক্রেতাদের সরবরাহকরনে ব্যবস্থা গ্রহন।

জ) সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিটি বরাদ্দগ্রহীতা প্রতি মাসিক ফি নির্ধারণ করিবে এবং সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটিতে প্রেরণ করিবে।

ঝ) অনুমোদিত হারে ফি সংগ্রহের মাধ্যমে একটি কেন্দ্র পরিচালনা তহবিল গঠন করিবে এবং উক্ত তহবিলের নামে একটি ব্যাংক হিসাব থাকিবে যাহা সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

ঞ) যে কোন বরাদ্দগ্রহীতার পোনা বিক্রয় বা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনা ও নিষ্পন্ন করিবে বা প্রয়োজনে জেলা কমিটির নিকট সুপারিশ করিবে।

ট) জেলা কমিটি হইতে প্রাপ্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

ঠ) কেন্দ্রের ক্ষুদ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করিবে অথবা রাজস্ব খাত হইতে বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে মেরামতের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অনুরোধ করিবে।

ড) বরাদ্দগ্রহীতাদের নিকট হইতে সিস্টার্ন ব্যবহার বাবদ বার্ষিক ভাড়া আদায় নিশ্চিত করিবে

ঢ) সকল প্রকার আয়-ব্যয় অনুমোদন এবং নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। মনোনীত সদস্যের মেয়াদ:

ক) জেলা কমিটি বা পরিচালনা কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ মনোনীত হইবার তারিখ হইতে তিন বছরের অধিক হইবে না।

খ) মনোনীত সদস্য জেলা মৎস্য অফিসার বরাবর নিজ স্বাক্ষরে আবেদনের মাধ্যমে কমিটির সদস্য হইতে অব্যাহতির আবেদন করিতে পারিবে।

গ) মনোনীত সদস্যগণ পুন:মনোনীত হইবার যোগ্য হইবেন। তবে কোন ভাবে দুইবারের অধিক মনোনয়ন লাভের অধিকারী হইবেন না।

১৫। জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্ব:

ক) অধিদপ্তরের পক্ষে কেন্দ্রের মালিকানা এবং মালিকানা সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সংরক্ষণ।

খ) বরাদ্দপত্র ইস্যু সংক্রান্ত রেজিস্টার ও নথি হালনাগাদ সংরক্ষণ।

গ) কেন্দ্রের ভুমি উন্নয়ন কর ও ইউপি/পৌরকর অধিদপ্তর হিইতে বরাদ্দ চাওয়া এবং পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন।

ঘ) জেলা কমিটির সভা আয়োজনে সদস্য-সচিবকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং তদারকি।

ঙ) কেন্দ্রের অবকাঠামোগত অবস্থা, সিস্টার্ন বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত, কেন্দ্রে বলবৎ আইন, বিধি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতি জুলাই মাসে মহাপরিচালককে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান।

চ) কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন এবং প্রয়োজনে অর্থ বরাদ্দের জন্য মহাপরিচালককে অনুরোধ করা।

ছ) কেন্দ্র কমিটির সাথে মহাপরিচালকের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করা।

১৬। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্ব

ক) জেলা কমিটির সভা আয়োজনে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করা।

খ) কেন্দ্রে অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা এবং তার উন্নয়নে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন প্রদান।

গ) জেলা কমিটির বা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশে তদন্ত করা এবং প্রতিবেদন প্রদান।

ঘ) কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভা আয়োজন এবং এই সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ।

ঙ) জেলা মৎষ্য কর্মকর্তা বা জেলা কমিটির সাথে পরিচালনা কমিটির সমন্বয় সাধন করা।

চ) বরাদ্দগ্রহীতা ও হ্যাচারি মালিক বা খামারিদের মানসম্পন্ন পোনা বাজারজাতকরণ বিষয়ে সমন্বয় করা এবং পরামর্শ প্রদান।

ছ) বিদ্যমান আইন, বিধি বা এই নির্দেশমালা বাস্তবায়নে সরাসরি ভূমিকা রাখা।

জ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে পোনা সংরক্ষণ ও বলবৎ আইন, বিধি ও নির্দেশিকার উপর বরাদ্দগ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৭। বরাদ্দ গ্রহীতার দায়িত্ব:

ক) চুক্তিনামা সম্পাদন করিয়া বরাদ্দকৃত দখল বুঝিয়া লইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করা।

খ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিত ভাড়া এবং বিদ্যুৎ ও পানির বিল পরিশোধ করা।

গ) সিস্টার্ণ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং কেন্দ্র পরিচ্ছন্ন রাখিতে পরিচালনা কমিটিকে সহায়তা করা।

ঘ) বিদ্যমান আইন, বিধি এবং নির্দেশিকা প্রতিপালন করা।

ঙ) সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসারকে পরিদর্শনকালীন সহায়তা করা।

চ) কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির নির্ধারিত ফি পরিশোধ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

১৮। বিবিধ:

ক)এই নির্দেশিকার যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থে কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন বরাদ্দপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

খ) সরকার এই নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিতে পারিবে। এইরূপ জারিকৃত সিদ্ধান্ত নির্দেশিকার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

গ) এই নির্দেশিকার অধীন বরাদ্দকৃত সিস্টার্ন বা কেন্দ্রের ভূমিতে কোনোভাবেই বরাদ্দগ্রহীতার স্থায়ী বন্দোবস্ত অথবা মালিকানা সৃষ্টি হইবে না।

ঘ) এই নির্দেশিকার কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে তাহা সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট –"ক"

আবেদন ফরম

(অনুচ্ছেদ ৯ এর (২) উপানুচ্ছেদ)

বরাবর

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

-------------------------------------, ----------------------------

বিষয়: মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে সিস্টার্ণ বরাদ্দের জন্য আবেদন।

----------------- জেলার ---------------------------- উপজেলার মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে একটি সিস্টার্ণ বরাদ্দের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করা হইল=

১। নাম:

২। পিতার নাম-

৩। স্থায়ী ঠিকানা

৪। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-

৫। মোবাইল নম্বর

৬। ই-মেইল (যদি থাকে)

৭। ---------------------- বাজারে ---------------------- বছর যাবৎ রেণু ও পোনা ব্যবসায়ের সহিত জড়িত।

৮। (ক) হ্যাচারির মালিক হইলে, হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা

(খ) রেজিস্ট্রেশন নম্বর –

৯। ক) রেজিস্টার্ড পোনা ব্যবসায়ীর সমিতি সদস্য হইলে সমিতির নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর

(খ) সদস্য নম্বর

১০। মৎস্যজীবি উদ্যোক্তা কিনা ?

উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং এর বিপরীতে প্রমাণক প্রয়োজনীয় কাগজাদি ও পে-অর্ডার সংযুক্ত করিয়াছি। যে সকল কাগাদি সংযুক্ত করিয়াছি তার তালিকা নিচে দেয়া হলো-

আমি সিস্টার্ন প্রাপ্ত হইলে মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২০ ও সরকারি সকল আইন ও বিধি মান্য করিয়া চলিব এবং এর ব্যত্যয় হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইলে আপত্তি করিব না।

আবেনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট "খ"

বরাদ্দপত্র

(অনুচ্ছেদ ১০ এর (গ) উপানুচ্ছেদ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়।

-------------------------------।

বরাদ্দপত্র নং- (রেজি. নং - পৃষ্ঠা নং-)- - /২০-- ইস্যুর তারিখ-

জনাব--- জাতীয় পরিচয়পত্র নং----------------------------
ওয়ার্ড নং-------------------------------------- ইউপি/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন---------------------------
জেলা- কে ------------------------ জেলার ----------------------- উপজেলার -----------------
'মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রের ------------------ নং সিস্টার্ন --------------------------- তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে বরাদ্দ প্রদান করা হলো।

ক) বরাদ্দগ্রহীতা এ নির্দেশিকা ও দেশে বলবৎ আইন এবং বিধি প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।
খ) নির্দেশিকা মোতাবেক আদায়যোগ্য ভাড়া, ফি এবং সরকার নির্ধারিত অন্য কোন শুল্ক/ট্যাক্স প্রযোজ্য হইলে তাহা নিয়মিত পরিশোধ করিবেন।
গ) এই বরাদ্দপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং সিস্টার্ন ভাড়া দেওয়া বা হস্তান্তর করা যাইবে না।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নামসহ সিল।

অবগতি ও কার্যার্থে –

০১। সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, -------------------------- উপজেলা, ---------- জেলা।

০২। জনাব ---, জাতীয় পরিচয়পত্র নং-

---, -------------------------------------। তাঁকে নির্দেশিকা মোতাবেক ভাড়া জমাদান, চুক্তিনামা সম্পাদন এবং সিস্টার্নের দখল গ্রহণক্রম ব্যবসা পরিচালনার অনুরোধসহ)